জলাবদ্ধ পরিবেশে পরীক্ষা

৭ শিক্ষককে বিভিন্ন জেলায় বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা* ●
কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের সাত শিক্ষককে একই আদেশে দেশের বিভিন্ন জেলায় স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। জলাবদ্ধ পরিবেশে অব্যবস্থাপনার মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার জের হিসেবে এ বদলি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে বদলি আদেশে তা উল্লেখ নেই। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-২ শাখার উপসচিব মো. আ. কুদ্দুস স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়, আগামী ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে সাত শিক্ষককে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় একই তারিখ অপরাহ্ণ থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত মর্মে গণ্য হবেন। ওই আদেশের পর কুমিল্লার সচেতন মহলে সমালোচনার ঝড় বইছে। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচক পোস্ট ও কমেন্টে বিষয়টিকে ক্ষমতার অপব্যবহার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বদলি করা শিক্ষকদের মধ্যে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ একেএম জহিরুল আলমকে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের চিওড়া সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল মালেককে কক্সবাজার সরকারি কলেজে, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কনক বড়ুয়াকে নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ উল্লাহ মজুমদারকে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ নূর উল্লাহকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর সরকারি কলেজে, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. আল আমিনকে সিলেটের বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজে ও ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মহসীনকে বরগুনা সরকারি কলেজে বদলি করা হয়েছে।

কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে জলাবদ্ধ পরিবেশে চরম অব্যবস্থাপনার মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টির পর পরীক্ষা কমিটিতে সম্পৃক্ত কলেজের সাত শিক্ষককে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয় বলে দাবি করেছেন শিক্ষকরা।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ১০ মে কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামকে বদলি করা হয়। নতুন করে বদলি ■ **এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ২**